পুরান ঢাকায় শবে বরাত: ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

তাসরুজ্জামান বাবু

ভূমিকা: শবে বরাত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পালিত একটি ধর্মীয় উৎসব, যা সাধারণত হিজরি ক্যালেন্ডারের শাবান মাসের ১৪তম রাত্রিতে পালন করা হয়। আরবিতে এই দিনের প্রকৃত নাম লাইলাতু নিসফি মিন শাবান, যদিও শবে বরাত নামেই দিনটি অধিক পরিচিতি পেয়েছে। শবে বরাত ফারসি শব্দ। ফারসি ভাষায় শব অর্থ রাত, এবং বরাত অর্থ মুক্তি, কাজেই শবে বরাত শব্দের অর্থ করা যেতে পারে–মুক্তির রজনী। তবে অনেকে ভুল বিশ্বাসে এটিকে ভাগ্যরজনী মনে করে থাকেন (যেটি প্রকৃতপক্ষে শবে কদর)। অনেকে মনে করেন, শবে বরাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরবর্তী বছরের ভাগ্য লিখে থাকেন। বাস্তবে শবে বরাত এর সাথে ভাগ্যলিপির বিষয়টি জড়িত নয়, উক্ত বিশ্বাসটি শবে কদরের সাথে জড়িত। তবে বিশ্বাস যাই হোক না কেন, শবে বরাতকে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান একটি মহিমান্বিত রজনী হিসেবে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালন করে থাকে। বাংলার মুসলমানদের কাছে এটি এক বিশেষ রজনী, যা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। ঢাকার পুরান অংশে এই রাতটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন রীতি-নীতি পালনের মাধ্যমে উদযাপিত হয়।

শবে বরাতকে ঘিরে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস: শবে বরাত মুসলমানদের চোখে একটি ফজিলতপূর্ণ রাত। শবে বরাতের ফজিলত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদিস পাওয়া যায়। এখানে কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো:

আলি ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন অর্ধ শাবানের রাত তোমাদের সামনে আসে, তখন তোমরা নামাজ আদায় করো এবং পরের দিনে রোজা রাখো। আল্লাহ তাআলা এ রাতে সূর্যাস্তের পর প্রথম আসমানে অবতরণ করেন। এরপর তিনি এই বলে ডাকতে থাকেন—তোমাদের মধ্যে আছে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। তোমাদের মধ্যে আছে কি কোনো রিজিক অন্বেষণকারী? আমি তাকে রিজিক দান করব। তোমাদের মধ্যে আছে কি কোনো বিপদগ্রস্ত? আমি তার বিপদ দূর করে দেব। ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৮৮)

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি এক রাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে কাছে না পেয়ে খোঁজ করতে বের হলাম। হঠাৎ দেখলাম, তিনি বাকি কবরস্থানে আছেন। তিনি বললেন, '(হে আয়েশা) তোমার কি এ আশঙ্কা হয় যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমার ওপর জুলুম করতে পারেন?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার ধারণা হলো, আপনি অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অর্ধ শাবানের রাতে দুনিয়ার আকাশে আসেন এবং কালব গোত্রের ছাগল-ভেড়ার পশমের চেয়েও অধিকসংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন।' (তিরমিজি: ৭৩৯; ইবনে মাজাহ: ১৩৮৯)

ভারতবর্ষে শবেবরাত: ভারতীয় উপমহাদেশে শবে বরাত পালনের প্রথা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই। তবে গবেষক খাজা শামসুদ্দিন মিরার মতে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর

মাঝামাঝি সময় থেকে উত্তর ভারতে শবে বরাত পালিত হয়ে আসছে। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে শবে বরাত জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপনের প্রমাণও শামসুদ্দিন মিরার লেখায় পাওয়া যায়।

অধ্যাপক মোহসেন সাইদি মাদানি তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে শবে বরাতের সময় হালুয়া-রুটি তৈরি ও বিতরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে শাহ ইসমাইল শহিদ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, এবং মৌলভি সৈয়দ আহমেদ দেহলভীর লেখায় শবে বরাত পালনের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেসময়ে হালুয়া-রুটি বিতরণের পাশাপাশি আতশবাজি পুড়ানো ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থাও করা হতো।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইব্রাহিমের মতে, উপমহাদেশে শবে বরাত পালনের প্রচলন অষ্টম শতক থেকেই শুরু হয়, যখন মধ্য এশিয়া ও আরব থেকে মুসলিম ধর্মপ্রচারকরা এখানে এসে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। ত্রয়োদশ শতকে কুতুবুদ্দিন আইবেক ও বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে ইসলাম রাজনৈতিকভাবে ছড়িয়ে পড়লেও কিন্তু ৭১২ সালে মোহাম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু ও মুলতান জয়ই ছিল এই অঞ্চলে ইসলামের প্রসারের সূচনা। এছাড়া, আরব ও চীনা বণিকরাও বাণিজ্যের মাধ্যমে ইসলামিক রীতি-নীতি এই অঞ্চলে পরিচিত করে তুলেছিলেন। তিনি ধারণা করেন, সেই সময় থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে শবে বরাত পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে শবে বরাত**:** বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে শবে বরাত পালনের সবচেয়ে পুরনো প্রমাণ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাওয়া যায়, প্রায় দেড়শো বছর আগে। ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের মতে, তখন ঢাকার নবাবরা শবে বরাতের বড় আয়োজন করতেন। তিনি উল্লেখ করেন, সে সময়ে হিন্দুদের আধিপত্য মোকাবেলার জন্য নবাবরা শবে বরাতকে ঘটা করে উদযাপন করতেন, যা তাদের মুসলিম পরিচয় ও আধিপত্য প্রদর্শনের একটি উপায় ছিল।

অধ্যাপক মামুন বলেন, নবাবরা যেহেতু মুসলিম ছিলেন এবং ঢাকাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তারা শবে বরাতের মতো ধর্মীয় উৎসবগুলোকে গুরুত্ব দিতেন। এর মাধ্যমে নবাবদের এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক আধিপত্য প্রকাশ পেত।

১৯শ শতকের শেষের দিকে, ঢাকায় শবে বরাত পালন মুসলিম পরিচয় প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে ইসলামিক ইতিহাসের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইব্রাহিমের মতে, বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে শবে বরাত এরও অনেক আগে থেকে পালিত হয়ে আসছে।

তিনি বলেন, আরব ও চীনা বণিকরা যখন সাগরপথে ব্যবসা করতে আসতেন, তখন তাদের অনেকেই চট্টগ্রামে স্থায়ী হয়ে যেতেন। তাদের মাধ্যমেই এই অঞ্চলে ইসলামিক রীতি-নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইব্রাহিমের মত সঠিক হয়ে থাকলে বাংলাদেশে শবে বরাত পালন শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে, আরব বণিকদের হাত ধরে। পরবর্তীতে সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে পুরান ঢাকায় নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা উৎসবে রূপ পায়।

পুরান ঢাকায় শবে বরাত**:** পুরান ঢাকায় শবে বরাত উদযাপনের সাথে অনেক ঐতিহ্যবাহী রীতি-নীতি জড়িত। নওয়াবদের প্রচলিত আলোকসজ্জা, আতশবাজি, এবং বিশেষ খাবারের আয়োজনের রীতিগুলি পুরান ঢাকার মানুষের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। শবে বরাতের রাতে তারাবাতি, আগরবাতি, এবং মোমবাতি জ্বালানোর প্রচলন নওয়াবদের হাত ধরেই শুরু হয়। শবে বরাত উপলক্ষে প্রতিটি বাড়ি, মসজিদ, এমনকি রাস্তাও

আলোকিত করা হয়। মসজিদগুলোকে লাল-সবুজ কাগজ দিয়ে সাজানো হয়, এবং বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে মাগরিব ও এশার নামাজের সময় মুসল্লিদের উপস্থিতি বেড়ে যায়। অনেকেই নতুন পোশাক পরিধান করে মসজিদে যান, এবং নামাজ শেষে জিকির, কুরআন তেলাওয়াত, এবং মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন। মোনাজাত শেষে বিভিন্ন মসজিদে-মাজারে তবারক হিসেবে বিরিয়ানি বা সিন্নি বিতরণ করা হয়। এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো এশার নামাজের পর থেকে শুরু হয়ে ফজর পর্যন্ত চলতে থাকে। শবে বরাতের এই আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরান ঢাকার মুসলমান সমাজের ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ পায়।

শবে বরাতের খাদ্য সংস্কৃতি: বাঙালির যেকোনো উৎসবেই খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পুরান ঢাকায় শবে বরাতের উদযাপনেও বিশেষ খাবারের আয়োজনের মাধ্যমে এই রাত্রিকে স্মরণীয় করে রাখা হয়। শবে বরাতের খাদ্য সংস্কৃতি বিশেষভাবে ঐতিহ্যবাহী।

ঘরে ঘরে শবে বরাতের রাতে তৈরি করা হয় বুটের ডাল, ময়দা, সুজি এবং গাজরের হালুয়া। এই হালুয়া পরে বরফি আকারে ছাঁচ দিয়ে কেটে মেহমানের সামনে পরিবেশন করা হয়। মিষ্টির দোকানে পাওয়া যায় মাশকাতের হালুয়া। সচ্ছল পরিবারগুলোর ঘরে হালুয়া-রুটির পাশাপাশি রান্না করা হয় পোলাও, কোরমা, ভুনা খিচুড়ি এবং গরু বা হাঁসের মাংস। পুরান ঢাকায় শবে বরাতের একটি বিশেষ আকর্ষণ হলো ফেন্সি রুটি বা নকশী রুটি। এই রুটি পুরান ঢাকার বাইরে তেমন দেখা যায় না, এবং বছরের একদিনের জন্য এটি বিশেষভাবে তৈরি ও বিক্রি করা হয়।

পুরান ঢাকার সংস্কৃতির আরো একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং শবে বরাতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিশেষ ধরণের রুটি হলো শিরমাল রুটি। এই রুটি সাধারণত বিক্রি হয় নারিন্দা, লক্ষ্মীবাজার, রায় সাহেব বাজার, চকবাজার, লালবাগ, গেণ্ডারিয়া, আরমানিটোলা, এবং সূত্রাপুরের বিভিন্ন জায়গায়। তন্দুরে দুধ ছিটিয়ে বিশেষভাবে তৈরী এই রুটি বানানোর পদ্ধতি ঢাকায় এসেছিল ভারত থেকে আসা হালুইকরদের হাত ধরে।

আতশবাজি ও পটকার ব্যবহার: শবে বরাতের সাথে পুরান ঢাকায় আতশবাজি ও পটকা ফোটানোর রীতি জড়িত। যদিও এটি একটি বিপজ্জনক কাজ, বিশেষ করে পুরান ঢাকার ঘিঞ্জি এলাকায়, তবে এটি শবে বরাতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এক সময় পুরান ঢাকার প্রতিটি অলিগলিতে শবে বরাতের রাতে ফোটানো হতো তারাবাতি। স্কুলপড়ুয়া শিশুরা টিফিনের পয়সা জমিয়ে বিভিন্ন ধরনের বাজি কিনত এবং তা ফোটাত। এই সংস্কৃতি এখন কিছুটা কমে এলেও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।

সামাজিক ও ধর্মীয় সংযোগ: শবে বরাত উদযাপনের মাধ্যমে মানুষ তাদের ধর্মীয় এবং সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। শবে বরাত উপলক্ষে একে অপরের ঘরে খাবার বিতরণ করা হয়। মসজিদে মসজিদে চাঁদা তুলে মুসল্লিদের জন্য বিরিয়ানি বা অন্য কোনো তবারকের আয়োজন করা হয়।

শবে বরাতের রাতে নামাজ পড়া, জিকির করা, এবং কুরআন তেলাওয়াত করা মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অভ্যাস। এই রাতে অনেকেই নফল রোজা রাখেন, যা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি অংশ।

শবে বরাতের গুরুত্ব ও বর্তমান প্রেক্ষাপট: শবে বরাত পুরান ঢাকা তথা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের জন্য শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি তাদের সংস্কৃতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শবে বরাত উদযাপনের মাধ্যমে মানুষ তাদের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতির সাথে নিজেদের সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

তবে বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় পুরান ঢাকার অনেক ঐতিহ্যবাহী রীতি হারিয়ে যেতে বসেছে। তার মধ্যে শবে বরাত উদযাপনের রীতিও অন্যতম। এক ধারার কট্টরপন্থী আলেমদের শবে বরাতকেন্দ্রিক অবিরাম নেতিবাচক প্রচারণার কারণে উৎসবমুখর এই ধর্মীয় রাতটি পালনে ইদানিং মানুষের মধ্যে কিছুটা অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঢাকার নবাবদের ছোঁয়ায় পুরান ঢাকায় শবে বরাত একটি বিশেষ আমেজ পেলেও সারা বাংলাদেশেই শবে বরাত উদযাপনের একটি সাধারণ চিত্র অতীত থেকেই বজায় ছিল– হালুয়া-রুটি তৈরি ও বিলানো। কিন্তু বর্তমানে শবে বরাত ইসলামে নেই, শবে বরাত সম্পর্কিত হাদিসগুলো দুর্বল, শবে বরাতে হালুয়া-রুটি খাওয়া ও বিলানো বিদআত এই জাতীয় প্রচারণা অব্যহতভাবে জারি রেখেছে এক শ্রেণীর আলেম, ফলে সাধারণ মানুষ কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে বলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সারা দেশেই শবে বরাত উদযাপনে আগের সেই উৎসবমুখর আমেজে ভাটা পড়েছে। পুরান ঢাকার ব্যাপারটিও ভিন্ন নয়। আগে শবে বরাত উপলক্ষে পুরান ঢাকার চকবাজারের শাহী জামে মসজিদের সামনে এক সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন খাবারের পসরা সাজাতেন। এখন আর সেখানে তেমনটা দেখা যায় না। তবে পুরান ঢাকার বড় বেকারিগুলো, যেমন আনন্দ বেকারি, আল রাজ্জাক কনফেকশনারি আজও ধরে রেখেছে ঐতিহ্য। শবে বরাত উপলক্ষে তাদের আয়োজন আজও চোখে পড়ার মতো।

ধর্মীয় আচার বনাম ঐতিহ্য: উৎসগতভাবে শবে বরাত একটি ধর্মীয় দিবস হলেও পরবর্তীতে ধর্মাচারের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এই দিনটি। ক্রমে ক্রমে এটি হয়ে ওঠে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধের সিঁড়ি, একটি বিশেষ ঐতিহ্যবাহী সামাজিক লোকাচার। বিশেষ করে হালুয়া-রুটি সংস্কৃতি বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যবোধের অভাবনীয় নজির হিসেবে আবির্ভূত হয়। ধর্মের গন্ডি পেরিয়ে এটি একটি সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়। ঈদুল ফিতরের দেড় মাস আগে এই দিনটিকে যেন বাংলার মানুষ ঈদের আনন্দের অগ্রীম প্রস্তুতি দিবস হিসেবে বেছে নিয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারত ও পাকিস্তানেও যেভাবে মহাসমারোহের সাথে দিনটি উদযাপিত হয় তাতে বোঝা যায় যে আরব বিশ্বে দিনটি উদযাপনের সাথে উপমহাদেশের মুসলমানদের উদযাপনের দৃষ্টিগ্রাহ্য পার্থক্য রয়েছে। আরব বিশ্বের চেয়ে অধিক আমেজমুখর ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সমাহারে ভারতবর্ষে এই দিনটি পালিত হয়। কাজেই বলা যায়, শবে বরাত কেবল একটি ধর্মীয় দিবস নয়, বরং উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের একটি গভীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অংশ, যা মুসলমানদের আত্মিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

শবে বরাতকে জাতীয় অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা: বাংলাদেশে শবে বরাত সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে পালিত হয় পুরান ঢাকায়। তবে সময়ের ব্যবধানে এই উৎসবমুখবর উদযাপনেও কিছুটা ঝাপসাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। শবে বরাতকে জাতীয় অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি প্রদান করলে এটি কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি অনুষঙ্গ হিসেবে সংরক্ষিত ও বহুলচর্চিত হবে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিরাপদে সম্প্রসারিত হবে। যদি শবে বরাতকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, তবে বিদেশি পর্যটকরা এসময় বাংলাদেশে আসার আগ্রহ দেখাতে পারেন এবং দেশের পর্যটন শিল্পে নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে উৎসব উপলক্ষে আয়োজন করা বিভিন্ন মেলা ও অনুষ্ঠান পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে, যা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

উপসংহার**:** পুরান ঢাকায় শবে বরাত উদযাপন একটি বিশেষ সংস্কৃতির অংশ, যা ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ঢাকার নওয়াবদের হাতে শুরু হওয়া এই উদযাপন প্রথা আজও পুরান ঢাকার মানুষের মধ্যে জীবন্ত। শবে বরাতের এই ঐতিহ্যবাহী রীতিগুলো পুরান ঢাকার মানুষদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক বন্ধন, এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। এই রীতি গুলোর সংরক্ষণ এবং প্রচার করা দরকার যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরাও এই ঐতিহ্যবাহী রীতির সাথে পরিচিত হতে পারে এবং তাদের সংস্কৃতির সাথে নিজেদের সম্পর্ককে দৃঢ় করতে পারে। শবে বরাতের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা খুবই প্রয়োজন। যদি এটি জাতীয় অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পায়, তাহলে এ নিয়ে আলোচনা, গবেষণা, এবং প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তথ্যসূত্র:

১। শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী; শবে বরাত সম্পর্কে হাদিস ও এর ফজিলত, https://www.prothomalo.com/opinion/%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%93-%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A4

২। আহমাদ ইশতিয়াক, পুরান ঢাকার শবে বরাত, https://bangla.thedailystar.net/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF/%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%90%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF/%E0%A6%90%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-326976

৩। মোহাম্মদ আবু সাঈদ,শতবছর পূর্বে শবে বরাত উদযাপন যেমন ছিল, https://bangla.thedailystar.net/literature/history-tradition/history/news-562261

৪। আসিফুর রহমান সাগর, শবেবরাতের সংস্কৃতি, https://www.ittefaq.com.bd/634647/%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF

৫। আকবর হোসেন, বাংলাদেশে শব-ই-বরাতে হালুয়া-রুটির প্রচলন হয়েছিল কিভাবে?, https://www.bbc.com/bengali/news-43958678

৬। শবে বরাত যেভাবে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে উৎসবে পরিণত হলো, https://www.bbc.com/bengali/articles/c84nzwe9j1jo